W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 08 /WBHRC/SMC/2018

Dated: 09. 01. 2018

Enclosed is the news clipping appeared in the 'Ananda Bazar Patrika,' a Bengali daily dated 19.01.2018, the news item is captioned 'কুপ্রস্তাবে আপত্তি, ছাত্রীকে নির্যাতনে অভিযুক্ত জিএস

Commissioner of Police, Chandannagar Police Commissionerate is directed to enquire into the matter and to submit a report by 26th February, 2018.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

কুপ্রস্তাবে আপত্তি, ছাত্রীকে নির্যাতনে অভিযুক্ত জিএস

নিজস্ব সংবাদদাতা

কুপ্রস্তাবে সাড়া দেননি। এই ছিল 'অপরাধ'। তাই রিষড়ার বিধানচন্দ্র রায় কলেজের এক ছাত্রীকে কয়েক দিন ধরে মারধর, শ্লীলতাহানি ও যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) সাহিদ হাসান খানের বিরুদ্ধে। বিএ তৃতীয় বর্ষের ওই ছাত্রীটিও একই সংগঠনের সদস্য। ছাত্র সংসদের পদাধিকারীও। নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় তিনি বৃহস্পতিবার কলেজে যাননি।

বুধবার চন্দননগর কমিশনারেটের এসিপি মল্লিকা গর্গের কাছে অভিযোগ জানান ওই ছাত্রী। বৃহস্পতিবার ছাত্র সংসদের ঘরের ৪ ডিসেম্বরের একটি সিসিটিভি ফুটেজ সংবাদমাধ্যমের হাতে এসেছে। দেখা যাচ্ছে, সাহিদ ওই তরুণীকে চড়-থাপ্পড়-লাথি মারছেন। জামা ধরে টানছেন। এক বার টেবিলের কাচ তুলে মারতেও উদ্যত হন। ঘরের অন্য যুবকেরা তাঁকে থামান।

ছাত্রীটি বলেন, "সাহিদের কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় ও প্রায়ই আমাকে শারীরিক ও মানসিক ভাবে হেনস্থা করছিল। সেই সঙ্গে যৌন অত্যাচারও। খুনেরও হুমকি দিয়েছে। ওর একক সিদ্ধান্তেই ছাত্র সংসদের যাবতীয় কাজকর্ম চলে। ও কলেজের নানা অনুষ্ঠানের টাকা আত্মসাৎ করে জাল বিল দিত। এ সবের প্রতিবাদ করাতেই আমার উপরে রাগ।"

বালির দেওয়ানগাজি রোডের বাসিন্দা ওই ছাত্রীর আরও অভিযোগ, নিগ্রহের কথা জানানো সত্ত্বেও কলেজ কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নেননি। কলেজ

■ **প্রকাশ্যে:** মারের এমন ছবিই ধরা পড়েছে ক্যামেরায়। *নিজস্ব চিত্র*

কর্তৃপক্ষ অভিযোগ মানেননি। তাঁদের দাবি, লিখিত বা মৌখিক— ওই ছাত্রী কোনও অভিযোগই জানাননি। এ দিন সংবাদমাধ্যম থেকে ঘটনার কথা জানতে পেরে কলেজের অ্যান্টি-র‍্যাগিং কমিটি ও যৌন হেনস্থা প্রতিরোধ কমিটি আলোচনায় বসে। টিচার ইন-চার্জ রমেশ কর বলেন, "ওই ফুটেজ দেখে তদন্ত শুরু করেছি। অভিযুক্তকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। কেন বহিষ্কার করা হবে না, তা চিঠি দিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে।" তবে ফুটেজ তাঁরা আগে দেখেননি কেন, এই প্রশ্নে রমেশবাবু জানান, তিনি গত মাসের কয়েক দিন কলকাতায় ছিলেন। তাই ফুটেজ নজর এড়িয়ে যায়।

ঘটনাটিকে গুরুত্ব দিয়েছে টিএমসিপি ও শাসক দলও। শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এ দিন নবান্নে বলেন, "এখানে এসে ঘটনাটি জেনেছি। দলের জেলা সভাপতিকে রিপোর্ট দিতে বলেছি। রিপোর্ট পেলে ব্যবস্থা জানাব।" আজ, শুক্রবারই ওই রিপোর্ট শিক্ষামন্ত্রীকে পাঠানো হবে বলে জানান তৃণমূলের হুগলি জেলা সভাপতি তপন দাশগুপ্ত। টিএমসিপি-র রাজ্য সভানেত্রী জয়া দত্ত বলেন, "নিন্দনীয় ঘটনা। শুক্রবারের মধ্যে সাহিদকে ইস্তফা দিতে বলা হয়েছে। পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। ওকে সংগঠনের কাজ থেকেও বিরত থাকতে বলা হয়েছে।" এডিসিপি (শ্রীরামপুর) অতুল ভি জানান, ছাত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। রিষড়া থানায় এফআইআর হয়েছে।

কী বলছেন সাহিদ? বাবা জাহিদ হাসান খান রিষড়ার উপ-পুরপ্রধান হওয়ায় কলেজে সাহিদের আস্ফালনের অভিযোগ রয়েছেই। ছাত্রীর অভিযোগ সামনে আসায় সাহিদের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন অনেকেই। তাঁরা মনে করছেন, অভিযোগের সারবত্তা রয়েছে। সাহিদ সব অভিযোগই উড়িয়ে দিয়েছেন। ওই ছাত্রীর বিরুদ্ধে পাল্টা হেনস্থার অভিযোগ করেছেন থানায়। সাহিদের দাবি, "ওই ছাত্রী ছাত্র সংসদের সভাপতি হতে চান। এর জন্য আমার কাছে তদ্বিরও করেছেন। ইচ্ছেপূরণ না হওয়ায় তিনি আমার নামে কুৎসা করছেন।" তা হলে ফুটেজ কি মিথ্যা? ওই ছাত্রনেতা বলেন, "সে দিন কলেজের মাঠে কয়েক জনের সঙ্গে বসেছিলাম। মেয়েটি নেশাগ্রস্ত হয়ে এসে আমার গায়ে থুতু দেয়। ওকে ছাত্র সংসদের ঘরে আসতে বলি। সেখানেও থুতু ছেটায়। তখন ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিই। মারধর করিনি। ও আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চায়। তাই এত দিন পরে অভিযোগ তুলছে।"

ছাত্রীটি বলেন, "কলেজে যেতে ভয় করছে। ওর ঘনিষ্ঠ কয়েক জন বাড়িতে এসে আমাকে এবং পরিবারের লোকজনকে শাসিয়ে গিয়েছে।" কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রীটিকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছেন।